খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা

২২/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখ বুধবার বেলা ১০-৩০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের "শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে" মাননীয় মেয়র **জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক মহোদয়** এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের **১২তম সাধারণ সভার** কার্যবিবরণীঃ

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব শেখ আব্দুর রাজ্জাক
২. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব মোঃ কবির হোসেন কবু মোল্যা
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব মোঃ সুলতান মাহামুদ
৮. জনাব মোঃ ডালিম হাওলাদার
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান লিটন
১০. জনাব মুনশী আঃ ওদুদ
১১. জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান
১২. জনাব শেখ মোসারাফ হোসেন
১৩. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৪. জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস
১৫. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৬. জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান
১৭. জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন)
১৮. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
১৯. জনাব মোঃ শামসুজ্জামান মিয়া স্বপন
২০. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২১. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২২. জনাব মোঃ শমশের আলী মিন্টু
২৩. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৪. জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু
২৫. জনাব জেড,এ মাহমুদ
২৬. জনাব আজমল আহমেদ
২৭. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৮. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
২৯. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রহিমা আক্তার হেনা
৪. জনাব পারভীন আক্তার
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০ জনাব মিসেস রেকসনা কালাম লিলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা।
২. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ এর পক্ষে।
৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী।
৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রতিনিধি।
৬. পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রতিনিধি।
৭. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী।
৯. প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
১০. প্রতিনিধি, বিআরটিএ, খুলনা (উপপরিচালক ইঞ্জি:)।
১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রেলওয়ে, খুলনা।
১২. প্রতিনিধি, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব-৬), খুলনা।
১৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা এর পক্ষে।

মাননীয় মেয়র মহোদয় ১২তম সাধারণ সভায় আগত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, কেসিসি'র বিভাগ/শাখা প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
১। গত ২৮/০১/২০২১খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ১১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও নিশ্চিতকরণ।	**জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ সকলকে সালাম জানান। অত:পর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার জন্য ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে অনুরোধ জানালে তিনি কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। এ পর্যায়ে তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং বলেন, ১নং আলোচ্য সূচিতে ১১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সকলের সামনে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন সংশোধনী থাকলে তা উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, ১১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে ৪নং আলোচ্যসূচিতে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সভার আলোচনায় দেখা যায় কেসিসি'র রাজস্ব বিভাগে মোট আদায় ৪৭,৮৫,৬০,৮৯৪/-টাকা হয়েছে অর্থাৎ ৪৮.৮৫% আদায় হয়েছে। যে শাখায় রাজস্ব আদায় কম হয়েছে তাদের কাজে আরো মনোযোগী হয়ে ও কাজে গতি বাড়িয়ে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা দেখার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বিষয়গুলো সম্পর্কে শুধু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের ঘর ফাঁকা। কারা এটা বাস্তবায়ন করবে লেখা দরকার। এছাড়া উক্ত কার্যবিবরণীর ১৫ পৃষ্ঠায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর কিছু আলোচনা হয়েছিল। ২৭নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব জেড.এ মাহমুদ বলেছিলেন, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির বাজেট বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি রিপোর্টে দেখা যায় বাজার শাখার আদায় খুবই কম। বাজার শাখা ও সম্পত্তি শাখাকে বারবার বলা সত্বেও দোলখোলা ও মতি মসজিদ মোড়ে রাস্তার উপর অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ করতে পারেনি। সেখানে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অস্থায়ী ভাসমান বাজার বসে। কিন্তু সেখানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে আলাদা কোন লোক নেই। আর যেখান থেকে টোল আদায় হতো সেই মিস্ত্রীপাড়া বাজার মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং উক্ত বাজারে পরিচ্ছন্নতাকর্মী আছে। সেখানে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে। আবার ১৬নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আনিছুর রহমান বিশ্বাস বলেছিলেন, টেন্ডার ফরম বিক্রির বিষয়টি আমাদের কাছে একটু জটিল মনে হয়েছে। ভবিষ্যতে আইনগত সমস্যা হয় কিনা তা দেখতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আগামী সপ্তাহে টেন্ডার ফরম বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আনার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন। দীর্ঘ ০৮(আট) মাস আগে ১১তম সাধারণ সভায় এসব আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত আসে নাই। এসব সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তাও দেখার অনুরোধ জানান।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন, ১১তম সাধারণ সভায় ৪নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে ১৫ পৃষ্ঠার শেষে দিকে সিদ্ধান্ত আছে। বর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকর করা হয়েছে তার নোট নেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ ধরনের কোন আলোচনা হলে তার অনুশীলন করা হবে এবং সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** যে কোন বিষয়ে আলোচনা হলে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ ১১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কোন বিষয়ে আলোচনা হলে তার সিদ্ধান্ত নিশ্চিতকরণসহ গত ২৮/০১/২০২১খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত কেসিসি'র ১১তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। (ক) জনাব শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন, সাবেক কমিশনার (খ) জনাব সাহিদুর রহমান,সাবেক সংসদ সদস্য (গ) জনাব মোঃ আসাদ ফকির, গোপন সহকারী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, কেসিসি ও (ঘ) জনাব আসলাম খান, বৈদ্যুতিক শ্রমিক, কেসিসি'র মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব),** কেসিসি সভায় শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য কেসিসি'র মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন,** কেসিসি'র যে সব কর্মচারী মারা গেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছেন, তারা মৃত্যুবরণ করায় কেসিসি'র সাধারণ সভায় তাদের শোক প্রস্তাব আনয়ন করা হয়েছে। এদের মধ্যে (ক) জনাব শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন, সাবেক কমিশনার (খ) জনাব সাহিদুর রহমান,সাবেক সংসদ সদস্য (গ) জনাব মোঃ আসাদ ফকির, গোপন সহকারী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, কেসিসি ও (ঘ) জনাব আসলাম খান, বৈদ্যুতিক শ্রমিক, কেসিসি'র মৃত্যুতে সভায় তাদের সম্পর্কে তিনি ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি তাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তাঁরই নির্দেশনায় মৃতদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (ক) জনাব শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন, সাবেক কমিশনার (খ) জনাব সাহিদুর রহমান,সাবেক সংসদ সদস্য (গ) জনাব মোঃ আসাদ ফকির, গোপন সহকারী, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, কেসিসি ও (ঘ) জনাব আসলাম খান, বৈদ্যুতিক শ্রমিক, কেসিসি'র মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। গত ০৯/০৯/২০২১ ও ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সভাপতি, অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০** গত ০৯/০৯/২০২১ ও ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন গত ০৯/০৯/২০২১খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির সভায় সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দের মাসিক সম্মানী ভাতা, প্রতি সভায় উপস্থিতির সম্মানী, কার্যালয় ভাড়া ভাতা, অফিস ব্যবস্থাপনা মাসিক ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির বিষয়ে একটি মাত্র এজেন্ডা ছিল। ইতোপূর্বে সম্মানিত কাউন্সিলরদের এ সব ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে সরকার একটি কমিটি গঠন করে এবং সেই কমিটি একটি প্রস্তাবনা আনয়ন করে। উক্ত প্রস্তাবনার প্রতি আমাদের সম্মতি বা মতামত আছে কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশনে মন্ত্রণালয় পত্র প্রেরণ করে। সে মোতাবেক সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সাধারণ সভায় অনুমোদন করলে অথবা সম্মতি বা মতামত প্রদান করে মন্ত্রণালয়ে একটা পত্র পাঠাতে হবে। তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে মতামতের উপর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্তমানে মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকেন ৩৫,০০০/-টাকা, সেটাকে বৃদ্ধি করে কমিটি কর্তৃক ৫০,০০০/-টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য ৫০০/-টাকা নির্ধারিত আছে, সেটা ১,০০০/-টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সেটা মাসিক ৪,০০০/-টাকার উর্দ্ধে নয়। কার্যালয় ভাড়া ভাতা ৮,০০০/-টাকা চালু আছে, সেটা বৃদ্ধি করে ঢাকার জন্য ২০,০০০/-টাকা এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১৫,০০০/-টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা এখন ঢাকার জন্য ৪,০০০/-টাকা এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ২,০০০/-টাকা পাওয়া যায়। সেটাকে বৃদ্ধি করে এখন মাসিক ৬,০০০/-টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা ঢাকার জন্য ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য পৃথকভাবে প্রস্তাব করা হয়নি। সকল সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ৬,০০০/-টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে তিনি ব্যাখ্যা করেন। মন্ত্রণালয়ের কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নোক্ত ভাতা সমূহের প্রতি স্থায়ী কমিটি পূর্ণ সমর্থন করেছে এবং তা-ই অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছে।

আলোচনা			
ক্রমিক নং	ভাতা	বিদ্যমান মাসিক সম্মানী ও অন্যান্য ভাতার হার	প্রস্তাবিত হার
১.	মাসিক সম্মানী ভাতা	৩৫,০০০/-টাকা	৫০,০০০/-টাকা।
২.	প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী	৫০০/-টাকা (সর্বোচ্চ ২,০০০/-টাকা)	১,০০০/-টাকা (মাসিক সর্বোচ্চ ৪,০০০/-টাকা)।
৩.	কার্যালয় ভাড়া ভাতা (ভাড়ায় কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে) (মাসিক)	ক) ৮,০০০/-টাকা (ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে) খ) ৫,০০০/-টাকা (অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)	ক) ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ২০,০০০/-টাকা। খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ১৫,০০০/-টাকা।
৪.	অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা (মাসিক)	ক) ৪,০০০/-টাকা (ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)। খ) ২,০০০/-টাকা (অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)।	৬,০০০/-টাকা।

আলোচনা
জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মাসিক অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা ৬,০০০/-টাকা সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে মর্মে ব্যাখ্যা করেন। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, মন্ত্রণালয় যে চিঠি পাঠিয়েছে তাতে লেখা আছে মাসিক সম্মানী ভাতা ৩৫,০০০/-টাকার স্থলে ৫০,০০০/-টাকা। প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য ৫০০/-টাকার স্থলে ১,০০০/-টাকা, কার্যালয় ভাড়া ভাতা ঢাকার ক্ষেত্রে ৮,০০০/-টাকার স্থলে ২০,০০০/-টাকা এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ৫,০০০/-টাকার স্থলে ১৫,০০০/-টাকা, অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা ঢাকার ক্ষেত্রে ৪,০০০/-টাকা ও অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ২,০০০/-টাকার স্থলে ৬,০০০/-টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা প্রস্তাবিত হারে ধরে ৬,০০০/-টাকা লেখা ভুল আছে। সেটা ঢাকার জন্য না অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তিনি আরো বলেন, স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে ১নং আলোচ্য সূচির বিপরীতে সুপারিশ লেখা হয়ে গেলে সুপারিশের পরের পৃষ্ঠায় মেয়র প্যানেলের সদস্য ও ৫নং সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব এ্যাড. মেমরী সুফিয়া রহমান শুনুর বক্তব্য লেখা হয়েছে এটাও ভুল হয়েছে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পত্রে কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত সম্মানিত কাউন্সিলদের মাসিক সম্মানী ভাতা, প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী, কার্যালয় ভাড়া ভাতা এবং মাসিক অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা সম্পর্কে প্রস্তাব দিয়েছে এবং অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটি একই সুপারিশ করেছে। তবে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ভাতা সম্পর্কে যেটা অনুমোদন করে সিটি কর্পোরেশনে পত্র প্রেরণ করবে এবং পত্রে ভাতার পরিমাণ যা লেখা থাকবে তার আলোকে ভাতাদি প্রদান করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচনা

জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রেরিত সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, হোটেল, শপিং মল, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণে ফিস নির্ধারণের যে তালিকা পাঠিয়েছেন সেই আলোকে কেসিসি নিম্নরূপ ফিস্ নির্ধারণ করেছে:

ক্রমিক নং	বর্জ্যের ধরণ	ফিস (প্রতি টনের মূল্য) ঢাকায়	কেসিসি'র প্রস্তাব (প্রতি টনের মূল্য)
১	নির্মাণ বর্জ্য	২,৫০০/-টাকা	১,০০০/-টাকা
২	অক্ষতিকর বর্জ্য	৫,০০০/-টাকা	২,৫০০/-টাকা
৩	পচনশীল বর্জ্য	৩,০০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা
৪	অপ্রয়োজনীয় পেপার (প্লাষ্টিক) বর্জ্য	২,০০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা
৫	সিরামিক বর্জ্য	৫,০০০/-টাকা	৪,০০০/-টাকা
৬	ধাতব বর্জ্য	৩,০০০/-টাকা	২,৫০০/-টাকা
৭	প্রশমিত/অক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য	৪,০০০/-টাকা	৩,০০০/-টাকা
৮	বিবিধ বর্জ্য	২,৫০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা

এ ছাড়া কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী ভাতা পূর্বে সরকারী পরিপত্রে চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা ৩০০/-টাকা, প্রত্যেক সদস্যদের ২০০/-টাকা। তাই উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানী ভাতা ১,০০০/-টাকা, প্রত্যেক সদস্যবৃন্দের সম্মানী ৫০০/-টাকা, রিভিউ বোর্ডের তদন্তের খরচ ১,০০০/-টাকা নির্ধারিত আছে। উক্ত ভাতাসমূহ বর্ধিতকরণ করে চেয়ারম্যান এর সম্মানী ভাতা ১,০০০/-টাকা, প্রত্যেক সদস্যবৃন্দের সম্মানী ৫০০/-টাকা, রিভিউ বোর্ডের তদন্তের খরচ ১,০০০/-টাকা নির্ধারণ করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সাধারণ সভার অনুমোদান সাপেক্ষে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞাপন নিয়ে দীর্ঘদিন জটিলতা চলছে। সরকার যে ফিস্ নির্ধারণ করেছে বিজ্ঞাপন দাতারা তা মেনে নিচ্ছে না। তারা হাইকোর্টে মামলা করেছে। কেসিসি'র কাছ থেকে জায়গা ভাড়া নিয়ে যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আদলে বিজ্ঞাপন মালিকদের ডেকে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিকে সাথে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন কর যাতে দেয় এবং এই ফিস্ যাতে বন্ধ না করে চালু রাখে, সেজন্য তাদের সাথে একটা সমঝোতা করে কর আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিবিধ রশিদের মাধ্যমে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়ের স্বাক্ষরে এই কর আদায় হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯ সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজ্ঞপন বিষয়ে বলেন, সৌন্দর্যবর্ধন কমিটি এবং লাইসেন্স শাখার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে কে আলোচনা করবে অথবা কোন্ স্থায়ী কমিটি এবিষয়ে আলোচনা করবে সেই বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হয়।

মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উপরোল্লিখিত ফিস্ অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।

<table>
<tr><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) সম্মানিত কাউন্সিলরগণের মাসিক সম্মানী ভাতা, প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী, কার্যালয় ভাড়া ভাতা, অফিস ব্যবস্থাপনা মাসিক ভাতা নিম্নরূপে বৃদ্ধির বিষয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>ভাতা</th><th>বিদ্যমান মাসিক সম্মানী ও অন্যান্য ভাতার হার</th><th>প্রস্তাবিত হার</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>মাসিক সম্মানী ভাতা</td><td>৩৫,০০০/-টাকা</td><td>৫০,০০০/-টাকা।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য সম্মানী</td><td>৫০০/-টাকা (সর্বোচ্চ ২,০০০/-টাকা)</td><td>১,০০০/-টাকা
(মাসিক সর্বোচ্চ ৪,০০০/-টাকা)।</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>কার্যালয় ভাড়া ভাতা (ভাড়ায় কার্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে) (মাসিক)</td><td>ক) ৮,০০০/-টাকা (ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)
খ) ৫,০০০/-টাকা (অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)</td><td>ক) ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ২০,০০০/-টাকা।

খ) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ১৫,০০০/-টাকা।</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>অফিস ব্যবস্থাপনা ভাতা (মাসিক)</td><td>ক) ৪,০০০/-টাকা (ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)।
খ) ২,০০০/-টাকা (অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে)।</td><td>৬,০০০/-টাকা</td></tr>
</table>
</td><td>প্রশাসনিক শাখা</td></tr>
</table>

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
(১) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রেরিত পত্রের আলোকে সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, হোটেল, শপিং মল, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অক্ষতিকর বর্জ্য অপসারণে ফিস্ নির্ধারণের যে তালিকা পাঠিয়েছে তারই আলোকে স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী খুলনা সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে নিম্নরূপ ফিস্ ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও কঞ্জারভেন্সি শাখা

ক্রমিক নং	বর্জ্যের ধরণ	ফি (প্রতি টনের মূল্য) ঢাকায়	কেসিসি'র প্রস্তাব (প্রতি টনের মূল্য)
১	নির্মাণ বর্জ্য	২,৫০০/-টাকা	১,০০০/-টাকা
২	অক্ষতিকর বর্জ্য	৫,০০০/-টাকা	২,৫০০/-টাকা
৩	পচনশীল বর্জ্য	৩,০০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা
৪	অপ্রয়োজনীয় পেপার (প্লাষ্টিক) বর্জ্য	২,০০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা
৫	সিরামিক বর্জ্য	৫,০০০/-টাকা	৪,০০০/-টাকা
৬	ধাতব বর্জ্য	৩,০০০/-টাকা	২,৫০০/-টাকা
৭	প্রশমিত/অক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য	৪,০০০/-টাকা	৩,০০০/-টাকা
৮	বিবিধ বর্জ্য	২,৫০০/-টাকা	২,০০০/-টাকা

এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) কর পর্যালোচনা পরিষদের চেয়ারম্যান এর সম্মানী ১,০০০/-টাকা, সদস্যবৃন্দের ৫০০/-টাকা, রিভিউ বোর্ডের তদন্তের খরচ ১,০০০/-টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৩) কর পর্যালোচনা পরিষদের সভায় সম্মানিত সদস্য ও সহায়তাকারীদের আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৫০০/-টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(৪)	ইজিবাইক নবায়ন ফিস্ ২,০০০/-টাকা, নাম পরিবর্তন ফিস্ ৪,০০০/-টাকা, হারিয়ে যাওয়া ডুপ্লিকেট ব্লু বুক সরবরাহের ক্ষেত্রে ১০,০০০/-টাকা, ইজিবাইক চালক ফিস্ ৫০০/-টাকা ও নবায়ন ফিস্ ৩০০/-টাকা নির্ধারণ পূর্বক কম্পিউটার বিল বের করে ব্যাংকের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৫)	পূর্বের বকেয়া ফিস্ বাদ দিয়ে ০১ অক্টোবর (২০২১) মাস অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থ বছর হতে রিক্সা লাইসেন্স নবায়ন ফিস্ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নবায়ন ফিস গ্রহণের ক্ষেত্রে রিক্সা মালিকদের দ্রুত সেবা নিশ্চিত করার জন্য টাকা জমার রশিদে সংশ্লিষ্ট আদায়কারী এবং লাইসেন্স অফিসারের স্বাক্ষর প্রদান করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৬)	সিটি কর্পোরেশনের জন্য অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল (নিয়ন্ত্রন) প্রবিধান ২০২০ এর নমুনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৭)	ট্রেড লাইসেন্স এর মালিকানা পরিবর্তন, হারিয়ে যাওয়া ট্রেড লাইসেন্স পুন: ইস্যু ও ব্যবসার স্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ২০০/-টাকা ফিস্ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৮)	তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পৃথকভাবে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে ফিস্ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
(৯)	বিবিধ : রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আদলে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান মালিকগণের সাথে সভা করে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার কর নির্ধারণ এবং বিবিধ রশিদে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষরে বিজ্ঞাপন কর আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। গত ০৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত গ্যারেজ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব জেড,এ মাহমুদ, সভাপতি, গ্যারেজ স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭,** গত ০৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত গ্যারেজ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন। অত:পর বলেন গ্যারেজের বর্তমান পরিস্থিতি যেখানে যে অবস্থায় অকোজো গাড়ী আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টোটাল যন্ত্রপাতিসহ যে কয়টা গাড়ী আছে সেগুলোর কোনটাই সচল ও কোনটা অচল। সেগুলো স্ক্র্যাপ হিসাবে যন্ত্রপাতি বিক্রি করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিদিনের আপডেট নিতে হবে। একটা ক্রেন আছে, যার বুক ভেলু বেশি হয়ে গেছে। সেকারণে তিনবার টেন্ডার হওয়ার পরও তা বিক্রি হয়নি। সেটা বিক্রি করার উপায় হিসাবে আলোচনা করে বুক ভেলু কমিয়ে বিক্রি করার সুপারিশ করা হয়েছে। কাঙ্খিত মূল্য পাওয়া যায়নি। গ্যারেজে ক্রেন বিক্রির বিষয়টি পাবলিক হল বিক্রির মত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া গ্যারেজ শাখায় চালক স্বল্পতা আছে, মাত্র ১০জন লিষ্টেড চালক আছে। বাকি চালকগুলো কেহ চালকের সহকারী, আবার কেহ শ্রমিক। কেসিসিই তাদের চালক লাইসেন্স করে দিয়েছে। একজন লিষ্টেড ম্যাকানিক ১৭৫টি গাড়ীসহ অন্যান্য ইকুইপমেন্ট পরিচালনা করে। তাই একজন অটো ইলেকট্রিশিয়ান দরকার। দাপ্তরিক বা কঞ্জারভেন্সি গাড়ীতে ইলেকট্রিকের কাজ আছে। বাইরে থেকে ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে এসে গাড়ীর ইলেকট্রিক কাজ করানো হয়। তাতে কেসিসি'র অর্থ অপচয় হচ্ছে। তাছাড়া ২২টি খাল পরিস্কার করার জন্য যন্ত্রপাতি সুষ্ঠু রক্ষনাবেক্ষনের জন্য একটা শাখা খুলতে হবে। মেশিন/যন্ত্রপাতির জন্য আলাদা এক্সপার্ট এবং পৃথক জায়গা প্রয়োজন। গ্যারেজ শাখার জনবল, যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা ইত্যাদি সার্বিক পেপারস বোর্ডে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন বা জানার থাকলে তা বলার অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭** বলেন, যানবাহন (গ্যারেজ) শাখার জনবলের তালিকায় মোট ১০৩জনের নাম আছে। আরো দেখা যায় যান্ত্রিক শাখায় চালকসহ নিয়মিত জনবল ৩১জন এবং যান্ত্রিক শাখায় চালকসহ অনিয়মিত জনবল মোট ৩৩জন। এভাবে কঞ্জারভেন্সি শাখায় চালক হিসেবে নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মরত জনবল এবং দাপ্তরিক ও কঞ্জারভেন্সি শাখায় চালক সংখ্যাসহ সর্বমোট ৬২জন। আবার চালকদের তালিকায় দেখা যায় হাফিজুরের নামে ৫টা গাড়ী আছে। রঞ্জন দাস ট্রাক্টর চালায় আবার ভ্যাকুট্যাগও চালায়। এভাবে একই লোক ৫/৬টা গাড়ী চালায় দেখানো হয়েছে। আজিজুল ফরাজী ON Test আইচার গাড়ী চালায়, সে আবার ভ্যাকুট্যাগ চালায়। এভাবে একই লোক ৫/৬টা গাড়ী কোন্ কোন্ সময় চালায় এটা বোঝার বিষয় আছে মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। **জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭** বলেন, মোট গাড়ীর সংখ্যা ১৭৫ এবং ড্রাইভার আছে ৬২জন। সেই হিসাবে একজন ড্রাইভার ২/৩টি গাড়ী চালায়। কেউ কেউ বড় বড় হেভি ইকুইপমেন্ট চালায়, সে আবার গার্বেজ ট্রাকও চালায়।

আলোচনা

জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) বলেন, হাফিজুর রহমান বুলডোজার ট্রান্সফার করার দরকার হলে ট্রলি নিয়ে যায়। রাঁজবাধে বুলডোজার যখন ব্যবহার করে তখন অন্য গাড়ী চালায় না। আজিজুল ট্রাক চালায় আবার যখন প্রয়োজন হয় তখন তাকে ভ্যাকুট্যাগ চালাতে দেয়া হয়। একই দিনে একই সময়ে একাধিক গাড়ী চালায় না। কাজের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনে অন্য গাড়ী চালায়।

জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ বলেন, একই লোক ৫/৬টা গাড়ী চালানোর বিষয়টি আসলে সন্দেহজনক। অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে যে, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে যে সেটআপ আছে, সেই সেটআপ অনুযায়ী জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। যে জনবল পূর্ব থেকেই ছিল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই অবসরে গেছেন, অনেক শ্রমিক মারা গেছেন। পূর্ত বিভাগে জনবলের ব্যাপক সংকট। সেখানে ২০০/৩০০/৪০০কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের কাজে যে জনবল দরকার তা নেই। বিদ্যুৎ এবং গ্যারেজ শাখায় যে জনবল দরকার তা নেই। এছাড়া কেসিসি'র যেসব স্থানে দারোয়ান দরকার তা নেই। সেটআপ বই-এর সাথে কেসিসি'র জনবলের কোন মিল নেই। এভাবে জনবলের ঘাটতি চলতে থাকলে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে কেসিসিতে জনবল শুন্য হয়ে যাবে। এটা হতে দেয়া যায় না। সেটআপ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দিলে তিনি তাদের বেতনের খাত অবশ্যই দেখিয়ে দিবেন মর্মে উল্লেখ করেন।

জনাব এম এম হাফিজুর রহমান, বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে শ্রমিকদের বেতন ১০০/-টাকা বৃদ্ধির জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেসিসি'র আর্থিক দিক বিবেচনা করে তাদের বেতন আপাতত ৫০/-টাকা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার পর সুপারিশ সাধারণ সভায় অনুমোদন হলে বর্ধিত বেতন শ্রমিকরা পাবে।

জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭ বলেন, বর্তমানে কেসিসি'র যে আয় আছে তা এবং আরো নতুন নতুন হোল্ডিং হয়েছে। পৌরট্যাক্স না বাড়িয়ে নতুন নতুন হোল্ডিংসহ বিদ্যমান ৭০/৭৫ হাজার হোল্ডিং এর পৌরকর ধার্য করে রাজস্ব আয় বাড়ানো যায়। তাতে কেসিসি'র সকলের বেতন-ভাতা দিয়েও এক বছরের টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে।

মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, একই লোক ৫টা গাড়ী কোন্ সময় চালায় তা তিনি জানতে চান। এখানে কিছু সমস্যা আছে বলে মনে হয়। এভাবে গাড়ী সঠিকভাবে চালানো হয় না। এজন্য ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে কারো কোন তদবির চলবে না। যে প্রকৃত পক্ষে গাড়ী চালাতে পারে তাকেই নিয়োগ দেয়া হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, সেট আপ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করলে তাদের বেতন ভাতা কিভাবে এবং কোথা থেকে দেয়া হবে সেটাও চিন্তা করতে হবে এবং সেটআপ পূরণ করলে মোট কত টাকা বেতন-ভাতা আসবে তা হিসাব করতে হবে। যে লোক নিয়োগ দেয়া দরকার তার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিয়োগ দেয়া হবে। একই চালকের নামে ৫/৬টা গাড়ী চালায়। এ বিষয়টি সন্দেহজনক বিধায় তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করার অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৬/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত গ্যারেজ স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
১। কেসিসি'র সচল গাড়ী, অচল গাড়ী, মেরামতাধীন গাড়ী এবং উল্লেখিত গাড়ী চালকের নাম উল্লেখ পূর্বক গাড়ীর তালিকা প্রনয়ণ এবং যে যানবাহনগুলি মেরামত ব্যয় বহুল সেগুলো স্ক্র্যাপ হিসাবে তার নতুন তালিকা তৈরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
২। স্ক্র্যাপ হিসাবে অবিক্রিত ক্রেনটি ৩(তিন)বার নিলাম হিসাবে বিক্রয়ের জন্য টেন্ডার দেয়া হলেও বেশী দর নির্ধারনের জন্য দরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় বাস্তব ভিত্তিক পূন: দর নির্ধারণের কার্যক্রমের বিষয়ে মূল কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
৩। (ক) শ্রমিক, ক্লিনার, চালকের সহকারী এবং আউট সোর্সিং চালকের মাধ্যমে গাড়ী চালানো ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় স্থায়ীভাবে চালক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
(খ) দাপ্তরিক যানবাহন এবং কঞ্জারভেন্সি যানবাহনের মেরামত কার্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ০১ জন মেকানিক এবং এ্যাসফল্ট প্লান্টের জন্য আলাদা একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজে লাগানো এবং স্থায়ী নিয়োগ পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
(গ) যানবাহন (গ্যারেজ) শাখার কার্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার নিমিত্তে গ্যারেজ শাখার জন্য স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
৪। কেসিসি পেট্রোল পাম্প তদারকির জন্য একজন মাত্র সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় উক্ত কাজে আরও স্বচ্ছতা আনার জন্য ২জন কর্মকর্তাকে মনিটরিং এর দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
৫। ২২টি খাল খনন এবং পরিস্কার করণের জন্য প্রকল্প থেকে যে যন্ত্রপাতি আসবে তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য আলাদা একটি শাখা তৈরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত্ত বিভাগ
৬। একই চালকের নামে ৫/৬টা গাড়ী চালানোর বিষয়টি তদন্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যানবাহন (গ্যারেজ) শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৫। গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৯,** গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালায় ২নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে সিদ্ধান্তে হাইকোর্টে মামলা আছে। ৪নং আলোচ্যসূচিতে মানসিব এ্যাড. নামক প্রতিষ্ঠানটি সৌন্দর্য বর্ধনের কোন কাজই করে না বিধায় তাদের অনুকূলে বরাদ্দাদেশ বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশমালার ৫নং আলোচ্যসূচির বিপরীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা ইত্যাদির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অতিদ্রুত আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে পারলে কেসিসি উপকৃত হবে। এছাড়া সুপারিশমালার বিবিধ-তে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এ্যাড ফ্রেম নামক প্রতিষ্ঠানকে জোড়াগেট থেকে শিববাড়ী পর্যন্ত লাইট পোষ্ট এবং গাছে লাইটিং করার সুপারিশ করা হয়েছে এবং 'ময়লাপোতা মোড়' নামের পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু চত্বরের নাম লিখে লাইটিং করার সুপারিশ করা হয়েছে। জনাব মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী বলেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিনিধি কেসিসি-তে এসেছিল। তারা উক্ত প্রকল্প বিষয়ে খুবই মুগ্ধ হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বিজ্ঞাপন কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক হাইকোর্টে মামলা করায় যতদিন হাইকোর্টের রায় না হবে ততদিন বরাদ্দ দেয়া যাবে না মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া মানসিব এ্যাড. নামক প্রতিষ্ঠানটি সৌন্দর্য বর্ধনের কোন কাজ করে না বিধায় তাদের অনুকূলে বরাদ্দাদেশ বাতিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
১। (১) সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য বরাদ্দকৃত সকল রাস্তার মিড আইল্যান্ড মেরামত, রং করণ এবং আলোক সজ্জা করে সজ্জিত করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
(২) ১৫/০৩/২০২১খ্রিঃ তারিখ কমিটির সদস্যগণ সড়কের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
২। সকল প্রকার বিজ্ঞাপন কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বিলবোর্ড ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দায়ের করা আছে বিধায় মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন বরাদ্দ দেয়া যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ ও প্লানিং শাখা
৩। বকেয়া বিজ্ঞাপন কর পরিশোধ সাপেক্ষে ভিশন টেক নামীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত রয়্যাল মোড়ের চিংড়ি ফোয়ারার বরাদ্দাদেশ জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদকালে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
৪। মানসিব এ্যাড নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মুজগুন্নি (সোনাডাঙ্গা থেকে বয়রা বাজার) মিড আইল্যান্ড ও ফুটপাত সৌন্দর্যবর্ধন কাজের বরাদ্দাদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
৫। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পারস্পারিক জ্ঞান চর্চা, গবেষনা, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা বিষয়ে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
আলোচ্যসূচি-৬ (বিবিধ) :	
(১) এ্যাড ফ্রেম নামক প্রতিষ্ঠানকে জোড়াগেট থেকে শিববাড়ী পর্যন্ত লাইট পোষ্ট এবং গাছে লাইটিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
(২) বঙ্গবন্ধু চত্বরের (পুরাতন ময়লাপোতা মোড়) নাম লিখে লাইটং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
(৩) Z-Studio নামক প্রতিষ্ঠানের নামের বরাদ্দকৃত রূপসা বাস টার্মিনালস্থ ক্যাফে পরিদর্শন ও টুটপাড়া কবরখানার সামনে আল্লাহর ৯৯টি নাম সম্বলিত বোর্ড স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে বোর্ড স্থাপনের পূর্বে প্লানিং শাখায় ডিজাইন দাখিল ও অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৬। গত ১০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ আমেনা হালিম বেবী, সভাপতি, জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৬,** গত ১০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** বলেন (৫নং সুপারিশ অনুযায়ী) সম্মানিত কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড সচিবদের নিয়ে জন্মমৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট আছে। **জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭** বলেন, জন্মমৃত্যু নিবন্ধন কাজে সার্ভার রয়েছে ডিসি অফিসে। বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন করতে গেলে তার পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন কপি না দিলে সার্ভারে ঢোকে না। এ কাজে একাধিক সমস্যা বিরাজমান। যেমন একজন গরীব মহিলার বাচ্চা হওয়ার পর স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। তার বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন কিভাবে করা যাবে জানতে চান। ডিসি অফিসের প্রোগ্রামে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিচালক প্রসঙ্গটি তুলতে চেয়েও করোনার কারণে লক ডাউন থাকায় এ বিষয়ে উপস্থাপন করতে পারেননি। এ রকম অহরহ ঘটছে এবং বিষয়টি সমাধান করা খুবই জরুরি। এসব সমস্যার কারণে জন্ম নিবন্ধন না হলে একটা বাচ্চার এক বছরকাল পার হয়ে গেলে সেটা হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন ছাড়া বাচ্চার কোন কাজই মানুষ করতে পারছে না। **জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১২** বলেন, জন্ম নিবন্ধন সনদে সংশোধন করতে গেলে সংশোধনী ফরমে আবেদন করা হয়। টোটাল বিষয়টি ডিসি অফিসে থাকায় আবেদনটি আমাদের আইডিতে চলে যায়। আবেদনটি ডিসি অফিসে যাবার পর তদবির করতে এক সপ্তাহ চলে যায়। ১০টি জেলার সার্ভার ডিসি অফিসে থাকার কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়টির আশু সমাধান করার অনুরোধ জানান।

আলোচনা

জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩০ বলেন, হাতের লেখা জন্ম নিবন্ধন সনদ নেয়ার সময় নামের বানান সংশোধন করে নেয়া হয়েছে। কেসিসি'র লোক যখন ভলুম বহিতে উঠিয়েছে তখন নামের বানানে আকার, রশ্মিকার, দির্ঘীকার ভুল এবং ইসলামের জায়গায় ইসলাম নেই, শেখ এর জায়গা শেখ নেই ইত্যাদিভাবে ভলুম বহিতে তুলেছে। এরপর যখন ডিজিটাল সিস্টেমে আসছে তখন কম্পিউটারে উঠানোর সময় আরো নামের বানান ভুল হয়েছে। এত বেশি ভুল, এত বিড়ম্বনা, এত অত্যাচার এবং ডিসি অফিসে স্ক্যানিং করতে গেলে ৫/-টাকা করে চায়। ওয়ার্ড অফিসে স্ক্যানিং মেশিন নেই। বার্থ রেজিষ্টার ডিসি অফিসে গেলে তাদের কাছে টাকা চায়। তাহলে তাদের বেতনের টাকা থেকে টাকা দিতে হবে। তিনি এসব নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে বসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার আহবান জানান। তাছাড়া আমাদের দেশে আইলার সময় অনেক বাচ্চা সব কিছু হারিয়ে তার ওয়ার্ডে এসেছে। তারা তাদের মা বাবার নাম কিছুই জানে না। তাদের জন্ম নিবন্ধন কিভাবে করবে তিনি তা জানতে চান।

জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২০ বলেন, জন্ম নিবন্ধনের জন্য অন লাইনে এ আবেদন করতে হয়। এটা অধিকাংশ মানুষ জানে না বা পারে না। এ আবেদন ওয়ার্ড অফিস থেকে কম্পিউটারে সাবমিট করতে হয়। সেখানে স্ক্যানারসহ অনেক জিনিস লাগে। বর্তমানে যদি কোন বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন লাগে তবে মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন দিতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন না থাকলে ঐ বাচ্চার সাথে তার মা-বাবার জন্ম নিবন্ধন করে দিতে হয়। ৩টা পরিবারে ৩টা বাচ্চা যদি থাকে তাহলে একটা জন্ম নিবন্ধন দিতে গিয়ে ৬টা জন্ম নিবন্ধন একই সময়ে দিতে হয়। এভাবে স্কুলে ভর্তিসহ বিভিন্ন সময়ে এ কাজে যে চাপ আসে, তার উপর আবার অন লাইন-এ আবেদন করে দেয়া, কাগজগুলো স্ক্যানিং করে দেয়া, ইত্যাদি খুব কঠিন কাজ। এমন জনচাপ হয় যে তাতে ওয়ার্ড অফিসের কর্মচারীদের মার খাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি এ বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দেয়ার অনুরোধ জানান।

জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫ বলেন, জেলা প্রশাসকের সামনে ডিসি অফিসের সর্বশেষ সভায় এ বিষয়ে প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অধীনে জন্ম নিবন্ধন খুব সহজীকরণ ছিল। শত শত মানুষ ওয়ার্ড অফিসে আসে। এ কাজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম খুব জটিলকরণ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সমাধান করা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতব্যক্ত করেন।

জনাব মোঃ গোলাম মাওলা শানু, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৬ বলেন, জন্ম নিবন্ধন কাজটি কেসিসি'র দায়িত্ব দেয়া হোক নতুবা ডিসি সাহেব এ কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব করেন।

আলোচনা
জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) বলেন, জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে তিনটি পয়েন্ট ছিল (১) ডিডিএলজি যা করেছে সিটি কর্পোরেশন মেইন অফিসের দায়িত্বে জন্ম নিবন্ধন করার দায়িত্ব দেয়ার দাবী দেয়া হয়েছিল, তারা তা মেনে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কাজ চলছে। পিতা মাতার জন্ম নিবন্ধন না থাকলে বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন করা যাচ্ছে না। সেটআপ ঐ সফটওয়্যারে করেছে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে সভা হয়েছে। সেখানে সচিব স্যার বার্থ রেজিস্ট্রারকে ডেকে সবার সামনে দুই মাসের মধ্যে সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছেন, নতুবা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন মর্মে উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন। এটা কারেকশনের জন্য খুব কড়া ভাষায় এডিশনাল সেক্রেটারীকে কথা বলেছেন। এটা জাইকা'র একটা ফান্ডের প্রজেক্ট ছিল, এটা ঐভাবে স্ট্যাডি না করে এভাবে করেছে বলে এই ঝামেলা হয়েছে। লোকাল গভর্ণমেন্ট থেকে মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব স্যার এ বিষয়ে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই ১/২ মাসের মধ্যে এটা সমাধান হয়ে যাবে বলে সভাকে আশ্বস্ত করেন। তথাপিও স্থানীয় সরকার বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে সমাধান করার জন্য মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ করেন। **জনাব আশফাকুর রহমান (কাকন), সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৯** বলেন, তার ওয়ার্ডে জন্ম নিবন্ধন সহকারী নাই, কোন টেলিফোনও নাই। দীর্ঘ ১২/১৩ বছর ধরে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিজস্ব অর্থায়নে জন্ম-নিবন্ধনের কাজ করিয়ে নিয়ে এসেছেন। এ পরিসরে তিনি তার ওয়ার্ডে একজন জন্ম নিবন্ধন সহকারী এবং একটা টেলিফোন পাবার জন্য আবেদন জানান। **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য ও সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫** বলেন, ওয়ার্ডে কাজের সুবিধার্থে বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে আইডি কার্ড যাচাই বাছাইয়ের বিষয়টি খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ওয়ার্ড অফিসগুলোতে ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড কালেকশনের বিষয়টি বিবেচনায় আছে বিধায় সংরক্ষিত আসনের অফিসগুলোতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নিবেদন জানান। তাতে মেয়র মহোদয়ের কাজের গতিশীলতা অব্যাহত রেখে কার্যক্রম চালানো সহজ হবে এবং নির্ভুলভাবে কাজগুলো করা সম্ভব হবে। তাদের এ কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
(১) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সংশোধনীসহ স্ব স্ব ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরগণকে যাবতীয় কাজের ক্ষমতা প্রদানের জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেল, ঢাকা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা
(২) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য যে ফিস ব্যাংকে জমা প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিবর্তে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেল বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা
(৩) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সকল ওয়ার্ড অফিসে প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ নতুন কম্পিউটার প্রদান এবং পুরাতন কম্পিউটারগুলিকে মেরামত করে আধুনিকায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও
(৪) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ওয়ার্ড অফিসগুলোতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিদ্যুৎ শাখা বিদ্যুৎ শাখা
(৫) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ওয়ার্ড সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও বিদ্যুৎ শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭। গত ০৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, সভাপতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা** স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১২, গত ০৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদনের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, মেয়র মহোদয়ের অসুস্থ্যকালীন সময়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন গণ টিকার কার্যক্রম বিষয়ে একটা সভা করা হয়। সেই সভার সুপারিশ মোতাবেক উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৬দিন ব্যাপি প্রোগ্রামটিতে ২ ডোজ প্রদানের ক্ষেত্রে যেসব ভলান্টিয়াররা কাজ করেছিল তাদের পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৫/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডে ৩টি করে কেন্দ্র থাকবে এবং প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২০০জন-কে টিকা প্রদান করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (২) স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমের সাথে শুধুমাত্র কেন্দ্র থেকে টিকা গ্রহণকারীর ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর সংযুক্ত থাকবে। স্বাস্থ্য বিভাগ, কেসিসি উক্ত ন্যাশনাল আইডি কার্ড এর ফটোকপি ও মোবাইল নম্বর অনুযায়ী রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পাদন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৩) কেন্দ্র পরিচালনার জন্য টিকা গ্রহণকারীদের বসা, পানি, মাস্ক ও স্যানিটাইজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৪) ভলেন্টিয়ারদের পারিশ্রমিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (৫) ওয়ার্ড পর্যায়ে কোভিড-১৯ (মডার্না) ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য যাবতীয় লজিষ্টিকসহ ভ্যাকসিন স্বাস্থ্য বিভাগ, খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	 জনস্বাস্থ্য বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগ জনস্বাস্থ্য ও হিসাব বিভাগ জনস্বাস্থ্য বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। গত ০৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি অনুপস্থিত থাকায় ৮নং এজেন্ডা উপস্থাপন করা স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি অনুপস্থিত থাকায় গত ০৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কঞ্জারভেন্সি শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৯। বিবিধ-১	**জনাব জেড,এ মাহমুদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৭** বলেন, তিনি প্রতিদিন ভোরে মিস্ত্রীপাড়াসহ অন্যান্য বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং ২০০/-টাকা করে হাজিরা দিয়ে ২জন লোক বাজারের অবস্থা দেখার জন্য পাঠান। অন্যান্য বাজারের অবস্থাও একই। এসব কারণে কেসিসি'র রাজস্ব খাতে আয় কমে যাচ্ছে। সেজন্য অস্থায়ী ভাসমান বাজার উচ্ছেদ করার অনুরোধ করেন। **জনাব আজমল আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৮** বলেন, ২৩নং ওয়ার্ডের পিকচার প্যালেস মোড় থেকে শুরু হয়ে সাউথ সেন্ট্রাল রোড, সামছুর রহমান রোড মোড়, হাজী মহসিন রোডের টোলের মোড়সহ প্রায় সারা শহর জুড়ে রাস্তার উপর বাজার বসে। তাই রাস্তার উপর অস্থায়ী বাজার উঠিয়ে দেয়া সহজ নয়। তাদের নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন না করে তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। **জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৩** বলেন, তার ওয়ার্ডে রাস্তার উপর অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তালিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাস্তার উপর ছাগল বেঁধে রাখে। ছাগল যাতে রাস্তায় বেঁধে না রাখে সেটা ভেটেরিনারি অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। কিছুদিন আগে রাস্তার উপর গোস্তের দোকান মেয়র মহোদয় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই দোকানটি পুনরায় সেখানে গড়ে উঠেছে। এস্টেট অফিসার এবং বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-কে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। তারা কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে সভাকে অবহিত করেন। **জনাব মোঃ আজমুল হক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)** রাস্তার উপর বসানো বাজারের পুরো তালিকা দাখিল করলে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তাদের উচ্ছেদ করার প্রস্তাব করেন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, কেসিসিতে এমন দায়িত্ববান লোক নাই যে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার উপর অস্থায়ী ভাসমান বাজার বিষয়ে দেখভাল করবে এবং এসব সমস্যার সমাধান করবে। দোলখোলা বাজারে বুড়ো মানুষ রাস্তার পার্শ্বে শাক-শবজি, কলা, ডিম ইত্যাদি নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে বসতে বসতে সেখানে বেঁচাকেনা শুরু হয়েছে। সেখানে ভাসমান অস্থায়ী বাজার উচ্ছেদ করার দায়িত্ব প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার। মিস্ত্রীপাড়া বাজার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সেখানে রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার কারণে তিনি তার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অনতিবিলম্বে কেসিসি অধিক্ষেত্রে সকল অস্থায়ী বাজার প্রথমে মাইকিং করে এবং পরে আইনী প্রক্রিয়ায় উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে স্ব স্ব ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরকেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (১) কেসিসি অধিক্ষেত্রে শহরের যে কোন রাস্তার উপর অস্থায়ী ভাসমান বাজার প্রথমে মাইকিং করে বন্ধকরণ এবং পরবর্তীতে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অস্থায়ী ভাসমান বাজার উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ/ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-২	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫** বলেন, কোভিড-১৯ করোনা ভ্যাকসিন প্রোগ্রামে ওয়ার্ড এলাকায় যারা ডাবল গণ টিকা নিয়েছেন তারা ওয়ার্ড অফিসে এসে তাদের সার্টিফিকেট নেয়ার জন্য ঝামেলা করছে। সভাপতির মাধ্যমে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ এ কে এম আব্দুল্লাহ্ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ডাবল গণ টিকা গ্রহণকারীরা তাদের সার্টিফিকেট জরুরিভাবে কবে পাবে জানতে চান। ডাঃ স্বপন কুমার হালদার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে বলেন, সার্টিফিকেট প্রদানের কাজ চলছে। কাজ সম্পন্ন হলে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে বলে সভাকে আশ্বস্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১) কোভিড-১৯ করোনা ভ্যাকসিন ডাবল টিকা গ্রহণকারীদের দ্রুত সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনস্বাস্থ্য বিভাগ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিবিধ-৩	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, খুলনাস্থ শিববাড়ী মোড়ে পাবলিক হল বিক্রি করার জন্য দুইবার টেন্ডার দেয়া হলেও তা ভাঙ্গা হয়নি। এবার সৌরভ এন্টার প্রাইজ নামক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাবলিক হল ৪৩,৩১,২৫০/-টাকায় কেনার জন্য টেন্ডার দেয়। তারা বিল্ডিংয়ের যে প্রাক্কলন মূল্য আছে তা দিবে এবং এর সাথে আয়কর ও ভ্যাট দিয়ে দিবে। বিল্ডিং ভাঙ্গার পর এ জায়গা ফাঁকা থাকলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেয়া যাবে। তিনি সৌরভ এন্টার প্রাইজ এর নিকট খুলনা পাবলিক হল এর বিল্ডিং বিক্রি করে দেয়ার জন্য একমত পোষণ করেন। তিনি আরো বলেন, ১২তম সাধারণ সভায় উপস্থাপনকৃত আলোচ্যসূচি ও এর বিপরীতে সুপারিশসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ম অনুযায়ী সভার সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণী পাঠানো হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (১) খুলনা পাবলিক হল ভবনটি মেসার্স সৌরভ এন্টার প্রাইজ নামক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ৪৩,৩১,২৫০/-(তেতাল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ঐ টাকার সাথে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত ও হিসাব বিভাগ

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ অত্র সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি তাদেরসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/ ২১-১৪৯৮ (৭) তারিখ-২৮/১০/২০২১

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-.............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-.............., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

27/10/2021

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-৩৬১(৫)/ ২১-১৪৯৮ (৭) তারিখ-২৮/১০/২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। ....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।